ইতিহাসের খোলামকুচি

জয়দীপ দে

ইতিহাসের খোলামকুচি

জয়দীপ দে

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

প্রকাশক

সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪৩৫ টাকা

Itihasher Kholamkuchi by Joydip Dey Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 435 Taka RS: 435 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97227-1-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস
আমার অপার প্রশ্রয়স্থল

সূচিপত্র

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ৯
সম্প্রীতির শিল্প ১১
মানুষ দেবতা ১৩
দ্য গ্রেট গেম ১৪
আগুনজ্বলা উপকূল ১৬
গুয়ার্নিকা ১৭
গান্ধীজির বড় ছেলে ১৮
গুটিবসন্ত ১৯
সবচেয়ে দীর্ঘকাল রাজত্ব করা রাজা ১৯
২২ বছর পর দেখা ২০
বিকিনি ২০
জিন্নাহর বাড়ি ২১
ব্যথায় বুক টনটনে ২২
রাবণের চিতা ২৩
অন্য পাকিস্তান ২৭
চাকর থেকে সাহেব ২৮
অডিশন ৩০
গামা পালোয়ান ৩১
জুতো কোম্পানির জন্য আইডিয়া ৩১
প্রফেশনাল জেলাসি ৩২
পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র আইসিএস ৩৩
একাই একশ ৩৩
ভারতে এক রাজা ছিলেন ৩৪
গানের নোটেশন ৩৫
চট্টগ্রামের খাস্তগীর ডাক্তার ৩৬
বিদ্রোহী মেজর ৩৭
ভাষার জন্য লড়াই ৩৮
রানির জন্য গড়া প্রাসাদ ৪০
শেষ ছবি ৪১
প্রথম মিসাইল! ৪২
ইমরান খান ও চট্টগ্রাম ৪৩
নারীশক্তির জয় ৪৪
দুনিয়া কাঁপানো ছবি ৪৫
শিল্পী ছবি ও মডেল ৪৭
তেলের রাজনীতি ৪৮
নারীশক্তি ৫১
যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য কূটনীতি ৫২
প্রাণ বড় না, মান বড়? ৫৩
সুইস গার্ডের বিশ্বস্ততা ৫৪
তিন চিন্তানায়ক ৫৭
বঙ্গভঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ ৫৮
গণতন্ত্রেও বিপরীতে- ৬০
রামুর দিঘির চৌধুরীবাড়ি ৬১
তিন নারী ৬২
অপারেশন সি-এঞ্জেল ৬৩
স্বপ্নটা হোক বড় ৬৫
ডিকটেটর্স ডিনার্স ৬৬
সুরমা মেইল ৬৮
ডলার কীভাবে বিশ্বমুদ্রা! ৬৯
আফ্রিকার শেষ সম্রাট ৭২
স্বর্ণের উপকূল ঘানা ৭৪
ওয়াটার গেট ৭৫
আফ্রিকার অগ্রদূত ৭৬
মৃত্যুর শহরে জীবনের হাসি ৭৭
স্নাইপার গার্ল ৭৮
বীরকন্যা ৭৯
বাজারের চিরকুট ৭৯
একটি পতাকার জন্ম ৮০
জোট জোট খেলা ৮২
ছবি ও বাস্তবতা ৮৫
বাংলার বিদুষী ৮৬
পলায়ন ৮৭
গ্রেপ্তার-বিচার-শাস্তি ৯০
রাজা যখন বুভুক্ষু ৯১
প্যালিনড্রোমিক ম্যাজিক ৯২
জনতার প্রতিরোধ ৯৩
মৃত্যুর সিঁড়ি ৯৪
মায়ের মায়া! ৯৫

স্মার্টফোন ১০০
হাসির আড়ালে ১০১
ঘুম তাড়ানিয়া ১০২
প্রভু ভক্তি ১০৩
তুলাদান ১০৩
মুদ্রা বাতিল ১০৪
বিপ্লব ও পিতৃহৃদয় ১০৬
গর্বাচেভ ১১০
ধর্মচক্র ১১২
বিদ্বেষের গণতন্ত্র ১১৩
হারিয়ে যাওয়া বাহন ১১৬
মৃত মানুষের যুদ্ধ ১১৭
অন্ধ সৈনিক ১১৮
ভিন্নমত ১১৯
ওয়েট ফর মি ডেডি ১২০
পজনান বিদ্রোহ ১২০
ছাত্ররা কথা বলতে চেয়েছিল ১২১
প্রাচীনতম স্বর্ণভান্ডার ১২২
কেসস্টাডি ইরান ১২৪
Wir wollen raus! ১২৭
বিশ্বাস ও রাষ্ট্র ১২৮
পৃথিবীর সবচেয়ে দামি নোট ১২৯
ইস্পাহানি পরিবার ও বঙ্গবন্ধু ১৩০
একীভূত শিক্ষা ১৩১
এক বড়বাবুর গল্প ১৩২
নূর চেয়ারম্যান ১৩৩
সেকালের ফুডপান্ডা ১৩৩
ইসরায়েলের জন্ম ১৩৪
একবার বিদায় দে মা... ১৩৬
বাঙালি আজ যা ভাবে... ১৩৭
শিক্ষাকে কাজে লাগানোর উদ্যোক্তা ১৩৮
নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি ১৩৯
পিথাগোরাস ও হুমায়ুন আজাদ ১৪০
যুদ্ধ ও স্বপ্ন ১৪১
একজন তাজউদ্দীন ১৪২
ইয়েলো ব্রিকস ১৪২
যত মত তত পথ ১৪৩
শাঁখা ১৪৩
দিল্লির দরবার ১৪৪
আগুনঝরা বসন্ত ১৪৭
নেতাজির শেষ কটা ক্ষণ ১৪৮
বাঙালির দুর্গাপূজা ১৪৯
মেসোপটেমিয়ার দুর্গা ১৫০
গৌরবের দলিল ১৫১
সমাজ ও শিক্ষা ১৫২
ঢাকার বিজয়, বাংলার বিজয়! ১৫৩
হাজার বছরের পুরনো রথ ১৫৩
প্রথম সিএসপি পরীক্ষায় প্রথম ১৫৪
টাকার রহস্য ১৫৪
'জয় বাংলা'র জন্ম ১৫৫
দুই গান্ধী ১৫৬
মোটিভেশন ১৫৮
নিমককাহিনি ১৫৯
একটি দুঃখী পরিবার ১৬৩
গান্ধীর হাতে যার রক্তের দাগ ১৬৪
বীরের মৃত্যু নেই ১৬৫
মায়াবি দৃষ্টি ১৬৬
সুরাবর্দী সাহেব ১৬৭
দুই সৈনিক ১৬৮
মাতৃভাষা ১৬৯
যার হাত ধরে বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি ১৭০
'হাফ ন্যাকেড ফকির' ১৭১
কিসস্যাকাহানি বাজার ১৭২
লাশের ট্রেন ১৭৩
মিনার-ই-পাকিস্তান ১৭৪
শিক্ষা ও পুঁজি ১৭৫
চিরন্তনী আবেগ ১৭৬
গাড়িরঙ্গ ১৭৭
আইসিএস শেষ ব্যাচ ১৭৮
প্রথম ও শেষ আইসিএস ১৭৮
এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম... ১৭৯
শেষ সেনাদল ১৮০

লাল-পাল-বাল ১৮১
চিহ্নের মাধ্যমে সংখ্যা ১৮১
পায়ে পায়ে দ্রোহ ১৮২
'মৃতসঞ্জীবনী সুরা' ১৮২
তলাবিহীন ঝুড়ির গল্প ১৮৪
ভবতোষ দত্ত ১৮৫
মেইড ইন বরিশাল ১৮৬
আমি সেই মেয়ে ১৮৬
মাইসুর-রাজের কীর্তি ১৮৭
তোমার কথা হেথা... ১৮৮
ভারত থেকে বাইনারি ১৮৯
ব্রিগেডিয়ার ওসমান ১৮৯
সোনার খোঁজে ১৯০
মাসের হিসাব ১৯১
ঐক্য থেকে রাষ্ট্র ১৯২
যুদ্ধ ও উৎসব ১৯৩
শতবর্ষ আগের এক সাল-পয়লা ১৯৪
যুদ্ধ ও যৌনতা ১৯৫
পরশুরাম নিয়ে টানাটানি ১৯৬
কমিউনিস্টদের ভুল ১৯৮
ব্রিটিশ সিংহের পরাজয় ১৯৯
মহাভারত ও আফগানিস্তান ২০০
বড় হতে হলে... ২০১
উপমহাদেশের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ২০২
ফিবোনাক্কি রাশিমালা ২০২
গুজব থেকে মহাবিদ্রোহ ২০৩
দেয়ার ইজ নো গড! ২০৩
ইউরোপিয়ান ক্লাব ২০৪
১৮ এপ্রিল '৩০ ২০৫
প্রহসন ২০৬
হীরকরাজার দেশে ২০৬
জিন্নাত রশিদ ২০৭
বেত্রাঘাত ২০৭
ঘাতকের চোখে বঙ্গবন্ধু ২০৮
ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রথম রেজাল্ট ২০৯
বিরানভূমি থেকে রাজধানী ২১০
দাঁতের অস্ত্রোপচার ২১১
সিলেটের আলতাফ ২১২
চা বাগানের টোকেন ২১৩
জাতি গড়ার গল্প ২১৪
সেই আভা, এই আভা ২১৬
কবিগুরুর সঙ্গে লংকায় ২১৭
আল্লামা ইকবাল ২১৮
প্রথম চলচ্চিত্র ২১৮
দ্য কাশ্মীর ফাইলস ২১৯
মঙ্গল শোভাযাত্রা ২২৫
জর্ডানের রাজপরিবারে বাঙালি বধূ ২২৬
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্টরা ২২৭
একটি চিঠি এক টুকরো ইতিহাস ২২৮
মেইন ক্যাম্ফ ২২৮
গেঁথে দেয়া বিদ্বেষ ২২৯
শিক্ষা ক্যাডার ২৩১
যুদ্ধের বুদ্ধি ২৩২
চিত্রকলার বরপুত্র ২৩৩
বাংলায় দুদিন পয়লা বৈশাখ কেন? ২৩৪
সিলেটিদের যুদ্ধ ২৩৫
প্রথম আধুনিক পাবলিক টয়লেট ২৩৫
রাধা কে? ২৩৬
বিশ্বের প্রথম এটিএম মেশিন ২৩৭
গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অব ইন্ডিয়া ২৩৮
বড়লাট খুন! ২৩৯
ভাষাকন্যা ২৪০
এক বাসে লন্ডন থেকে কলকাতা ২৪২
প্রাচীন ভারতে পরমাণুর ধারণা ২৪৩
সুশ্রুত ২৪৩
'মাস্টার অব সাসপেন্স' ২৪৪
প্রথম ভিসি ২৪৫
উপাচার্যদের পদত্যাগ ২৪৭
বাংলা সংবাদপত্র ২৪৮
বড়লাটকে গুলি ছুড়েছিল যে মেয়ে... ২৪৯
অকৃতজ্ঞ জাতি! ২৫২
দুর্ভাগা জাতি ২৫৩
মহাপর্বের পরের পর্ব ২৫৪
ইউরোপের নবরত্ন ২৫৬

অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ ২৫৭
আর্জেন্টিনা কেন এত জনপ্রিয়? ২৫৮
খ্যাপাদের মাস্টার ২৬০
মহাবীর জয়ন্তী ২৬১
যুদ্ধ শেষ ২৬১
বই যখন গুরু ২৬২
এক আফগান রানির গল্প ২৬৫
স্নায়ুতন্ত্র ২৬৭
ক্ষুদিরাম কি প্রথম শহিদ স্বাধীনতা সংগ্রামী? ২৬৮
সত্যিকারের স্মার্ট লোক ২৭১
ব্রিটিশ ভারতের মানচিত্র ২৭২
উপনিবেশের যুদ্ধ ২৭৩
সিংহবাহিনী ২৭৭
মহাযুদ্ধের নায়করা ২৭৮
কাঠমান্ডু কাণ্ড ২৮১
গোর্খা রাজত্ব ২৮২
ইন্দো-সিলন এক্সপ্রেস ২৮৪
'উগান্ডা' যেভাবে হাসিঠাট্টার বিষয় হলো ২৮৬
রাষ্ট্র দুর্বল হলে ২৮৮
ভারতবাসীর আত্ম-প্রবঞ্চনা ২৮৯
দাস ব্যবসা ২৯০
দাস নিয়ে যুদ্ধ ২৯৪
দাসদের দেশ ২৯৫
আফিমের জ্বালা ২৯৬
জলদস্যুর দেশে ২৯৭
মুক্তিবৃক্ষ ২৯৯
মাদক ও গৃহযুদ্ধ ২৯৯
ব্লাড ডায়মন্ড ৩০০
দেশটা এত দ্রুত পালটে গেল কেন? ৩০১
সিকিম ৩০২
রানি বিলাসমণি ৩০৩
নাহার-বাহার ৩০৩
মুসলিম লীগ ৩০৪
মতবাদের অন্ধত্ব ৩০৪
সমুদ্রে লুকোচুরি ৩০৫
নাম : রাম মোহাম্মদ সিং আজাদ ৩০৭
হত্যা চেষ্টা ৩০৮
'স্বদেশি' ৩০৯
গ্রেট সিল বাগ ৩০৯
রোমান স্নানাগার ৩১০
লুডু ৩১০
যে মৃত্যু আমাদের অপরাধী করে দেয় ৩১১
মিসিং হিস্ট্রি ৩১২
২০৬৬ বছর আগের একটি মুদ্রা ৩১৩
ধর্মঘট ৩১৩
ভারতীয় নারীর আকাশ জয় ৩১৪
ওয়াইজম্যান ও পদ্মাসেতু ৩১৫
কোরিয়ার কান্না ৩১৭
ঋষি চরক ৩১৮
শিশিরের বুকে দুঃখ ৩১৯
শিক্ষা শেষ হলে সব শেষ ৩২১
আদর্শ ইহুদি ৩২২
আবুল আ'লা মওদুদী ৩২৩
ভিকার-উন-নিসা নুন ৩২৪
ঘসেটি ৩২৪
কমিউনিস্ট পাপ ও তার ঢেউ ৩২৫
মগের মুল্লুক ৩২৮
যে ভারতীয় একাই বদলে দিয়েছেন গণিতশাস্ত্র ৩৩০
বিমান ছিনতাই ও সামরিক অভ্যুত্থান ৩৩১
টিনটিন ইন কঙ্গো ৩৩৩
গুলিস্তানের কথা ৩৩৮
যুদ্ধবাণিজ্য ৩৩৮
বাকশালের ধারণা যার থেকে এসেছিল ৩৩৯
নামিবিয়ার গণহত্যা ৩৪২
টমিগান ৩৪২
স্টিভ বিকো ৩৪৩
এক ভাস্কর্য লুটের গল্প ৩৪৪
গণতন্ত্রের সৈনিকেরা ৩৪৬
বাজার দখলের খেলা ৩৪৮
জাম্পার ও ক্যু ৩৫০
আফ্রিকার চে ৩৫১

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স

৩০ জানুয়ারি, ১৯৭১। গঙ্গা নামে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান শ্রীনগর থেকে জম্মু যাওয়ার পথে ছিনতাই হয়ে যায়। দুই চাচাতো ভাই হাশিম কোরেশি ও আশরাফ কোরেশি একটি খেলনা পিস্তল ও একটি কাঠের গ্রেনেড দিয়ে যাত্রী-ক্রুদের জিম্মি করে। তারা প্লেনটি লাহোরে নিয়ে আসে। পাকিস্তানে রাজনৈতিক আশ্রয় চায়। পাশাপাশি পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের এনএলএফ (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট)-এর ৩৬ জন কারাবন্দি সদস্যের মুক্তি দাবি করে। যাই হোক, ছিনতাইকারীরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে সমস্ত যাত্রী ও ক্রুকে ছেড়ে দেয়। ছিনতাইকারী দুই চাচাতো ভাইকে পাকিস্তানের জনগণ বীরের সম্মান দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সে সময় সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো ছুটে যান তাদের আলিঙ্গন করতে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সেই বিমানটি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ পুড়িয়ে দেয়।

দূরে দাঁড়িয়ে তখন ভাগ্যলক্ষ্মী মিটিমিটি হাসছিল। পাকিস্তান বুঝতেও পারেনি কত বড় একটা টোপ তারা গিলেছে। এর পরিণাম কত ভয়ানক হবে।

এর মধ্যেই শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। ঘটনার তিন মাস পর, পাকিস্তান সরকার প্রকাশ্যে এবং সক্রিয়ভাবে সন্ত্রাসীদের সমর্থন করার অভিযোগ এনে ভারত সরকার পাকিস্তানের সমস্ত ফ্লাইট ভারতীয় ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে উড্ডয়নে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় সৈন্য ও রসদ পরিবহনে তাই ভীষণ বিপাকে পড়ে পাকিস্তান। প্রায় ৪ গুণ বেশি পথ পাড়ি দিয়ে শ্রীলংকা হয়ে আসতে হয় বিমানগুলোকে।

এবার ঘটনার পেছনের ঘটনা জানা যাক।

শ্রীনগরের বাসিন্দা হাশিম কোরেশি ১৯৬৯ সালে পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনার জন্য পাকিস্তানের পেশোয়ারে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি আজাদ কাশ্মীর গণভোট ফ্রন্টের 'সশস্ত্র শাখা' ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (NLF)-এর মকবুল ভাটের সঙ্গে দেখা করেন। কোরেশিকে এনএলএফ-এ যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। রাওয়ালপিন্ডিতে এনে তাকে আদর্শিক ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ফিলিস্তিনিদের মতো করে একটি অ্যারোপ্লেন হাইজ্যাকিংয়ের পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য হাশিম ও তার চাচাতো ভাই আশরাফকে বেছে নেয়া হয়। তাদের প্রশিক্ষণ দেয় পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর প্রাক্তন পাইলট জামশেদ মান্টো।

কিন্তু ভাগ্য খারাপ। কোরেশি অস্ত্র ও সরঞ্জাম নিয়ে ভারত শাসিত কাশ্মীরে পুনরায় প্রবেশের চেষ্টাকালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করে।

কোরেশি জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায় সব স্বীকার করে ফেলে। সে জানায় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে রাজিব গান্ধীর চালানো বিমানটি হাইজ্যাক করার পরিকল্পনা করেছে তারা। এই চমকপ্রদ তথ্য জানতে পেরে, RAW এবং BSF তাদের দিয়ে নিজেদের খেলায় পাকিস্তানকে পরাজিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচানোর বিনিময়ে তাদের হয়ে কাজ করার অফার দেয়া হয় দুই ভাইকে। প্রাণভয়ে ভীত দুই ভাই তাতে রাজি হয়ে যায়। এর পরের ঘটনা তো বললাম। তাই কোনো বিষয় যাচাইবাছাই না করে উত্তেজনার বশে আবেগ দেখানো ঠিক না।

সম্প্রীতির শিল্প

সারা ভারত যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন, পাঞ্জাবের লুধিয়ানার এক ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক, নাম জগদীশ চন্দ্র মাহিন্দ্র স্বপ্ন দেখলেন এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, যার মালিকানায় হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই থাকবে। একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান হবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন। নাম হবেও সেভাবে। হিন্দু-মুসলিম মিলিয়ে। ছোট ভাই কৈলাস চন্দ্রকে নিলেন সেই স্বপ্নপূরণের যাত্রায়।

প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল একটা স্টিল ইন্ডাস্ট্রি খোলার। কারণ ভারতে লোহার খনি আছে। অথচ সেই লোহা পরিশোধনের খুব একটা ভালো ব্যবস্থা নেই। ইংল্যান্ড থেকে শোধিত হয়ে আসে। ফলে এ খাতে বিশাল ব্যবসা আছে।

মাহিন্দ্ররা আদতে ধনী। তারা বুঝতে পারলেন ঠিকমতো বিনিয়োগ করা গেলে প্রচুর লাভ আসবে। সে লাভক্ষতির হিসাব রাখার জন্য একটা ঝানু মাথা দরকার। জগদীশ বাবু তখন বেছে নিলেন মালিক গোলাম মোহাম্মদকে। উনিও পাঞ্জাবের লোক। জগদীশের মতো লাহোরে পড়াশোনা করেছেন। বয়সে সামান্য ছোট হলেও বন্ধুস্থানীয়। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিসের নামকরা চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

চারদিকে যখন বিভাজনের দাবি, তখন হিন্দু-মুসলমান নাম মিলিয়ে ১৯৪৫ সালের ২ অক্টোবর বোম্বেতে মাহিন্দ্র ও মোহাম্মদ লিমিটেড নামে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

শুরুটা ভালোই হয়েছিল। কিন্তু মধ্যেই পড়ল ছেদ। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গেল। মালিক গোলাম

মোহাম্মদ পাকিস্তানের নাগরিকত্ব নিয়ে লাহোর চলে যান। তিনি পাকিস্তানের প্রথম অর্থমন্ত্রী হন। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান খুন হলে তিনি গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। ৭ আগস্ট ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ২৯ আগস্ট ১৯৫৬ সালে তিনি ৬১ বছর বয়সে মারা যান।

এত গেল একদিককার গল্প। অন্যদিকে মাহিন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয় ১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারি তাদের কোম্পানিটির নাম বদলে মাহিন্দ্র এন্ড মাহিন্দ্র করেন। তারা দেখলেন স্বাধীন দেশে মাল্টি ইউটিলিটি ভাইকেলসের ভীষণ চাহিদা তৈরি হচ্ছে। ভারতের বেশিরভাগ জায়গায় ভালো রাস্তা নেই। সেখানে জিপগাড়ির বিকল্প হয় না। প্রশাসনের কাজে প্রচুর জিপগাড়ি দরকার। সরকার বিদেশ থেকে গাড়ি কেনার চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উইলি গাড়ি খুব বিখ্যাত হয়ে ওঠে। গাড়িটি মার্কিন সেনাবাহিনীর জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল। এসব গাড়ির শক্তিশালী ইঞ্জিন ও বড় চাকা যেকোনো জায়গায় অনায়াসে চলাচল করতে পরত। মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে এই জিপ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। গাড়িগুলো বেশ সুনাম অর্জন করেছিল।

মাহিন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয় উইলি কোম্পানি থেকে অনুমতি নিয়ে শুরু করেন জিপগাড়ির অ্যাসেম্বলি। এর আগে অবশ্য টাটা কোম্পানি ভারতে গাড়ি উৎপাদন শুরু করেছিল। মাহিন্দ্র বিশাল একটি বাজার পেয়ে যায়। সঙ্গে ট্রাক্টর অ্যাসেম্বলি শুরু করে মাহিন্দ্র এন্ড মাহিন্দ্র।

এরপর মাহিন্দ্রকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। ২০১৮ সালে ফরচুন ইন্ডিয়া ৫০০-এর জরিপে মাহিন্দ্র এন্ড মাহিন্দ্র ছিল ভারতের ১৭ তম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী। বর্তমানে মাহিন্দ্র এন্ড মাহিন্দ্রতে আড়াই লাখ মানুষ কাজ করে। ২২টি খাতে এই শিল্পগোষ্ঠীর দেড়শর অধিক প্রতিষ্ঠান আছে।

মালিক গোলাম মোহাম্মদ ভারত ছেড়ে গেলেও মাহিন্দ্র পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়নি। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হওয়ার পর তিনি ভারত সফরে এসেছিলেন। মৃত্যুর আগে দেখে গিয়েছিলেন মাহিন্দ্র কোম্পানির উন্নতি। জগদীশ চন্দ্র মাহিন্দ্রের পৌত্র আনন্দ মাহিন্দ্র বর্তমানে মাহিন্দ্র এন্ড মাহিন্দ্রের কর্ণধার।

মানুষ দেবতা

ব্যান্ডিট কুইন বা দস্যুরানি খ্যাত ফুলন দেবী নিজের ধর্ষণের বদলা নিতে ১৯৮১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের বেহমাই গ্রামের ২২ জন উচ্চবর্ণের যুবককে হত্যা করে। উল্লেখ্য, ঠাকুর সম্প্রদায়ের এ জমিদার সন্তানরা ফুলন দেবীকে ২৩ দিন যাবৎ আটক রেখে ধর্ষণ করেছিল। বেহমাই হত্যাকাণ্ড উত্তর প্রদেশের রাজনীতিতে দারুণ প্রভাব ফেলে। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী ভি.পি সিংকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। ফুলন দেবী জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন দস্যুরানি নামে। সেই সময়ে উত্তর প্রদেশের শহরগুলোতে দুর্গাদেবীর বেশে ফুলনের মূর্তি বিক্রি হতো। নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মানুষ দেবতা।

বহু চেষ্টার পরও পুলিশ ফুলনকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। দুই বছর পর মধ্যপ্রদেশের ভিন্ড জেলার এসপি রাজেন্দ্র চতুর্বেদীর মধ্যস্থতায় তিনি আত্মসমর্পণে রাজি হন। তবে তিনি কিছু শর্ত জুড়ে দেন। ফুলন ও তার অন্যান্য সঙ্গীরা কেবল মধ্যপ্রদেশে আত্মসমর্পণ করবে, বিচারের জন্য তাদের উত্তরপ্রদেশে নেয়া যাবে না। অবৈধভাবে দখল করা তাদের জমি ফেরত দিতে হবে। তার পরিবারকে মধ্যপ্রদেশে এনে ভাইকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। তার গ্যাংয়ের কোনো সদস্যকে ৮ বছরের বেশি কারাদণ্ড দেয়া যাবে না। পরের দাবিটা ছিল ব্যতিক্রমী। তিনি পুলিশকে বিশ্বাস করেন না। তাদের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন না। তিনি মহাত্মা গান্ধী এবং দেবী দুর্গার ছবির সামনে অস্ত্র রাখবেন। তার সমস্ত দাবি গৃহীত হয়। অবশেষে তিনি ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের উপস্থিতিতে গান্ধী ও দুর্গার ছবির সামনে আত্মসমর্পণ করেন। হাজার হাজার মানুষ এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিল। ছবির কোণায় মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেখা যাচ্ছে। ফুলন দেবীর হাত থেকে অস্ত্র নিচ্ছেন মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং। মহাত্মা গান্ধী ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে কোন পর্যায় চলে গেছেন ফুলন দেবীর ঘটনায় বোঝা যায়। দেবী ও মানুষকে এক কাতারে স্থান দিয়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

১১ বছর বিনাবিচারে জেল খাটার পর ১৯৯৪ সালে তার মুক্তি হয়। পরবর্তীতে তিনি রাজনীতিতে আসেন। ১৯৯৯ সালে মির্জাপুর আসন থেকে লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

দ্য গ্রেট গেম

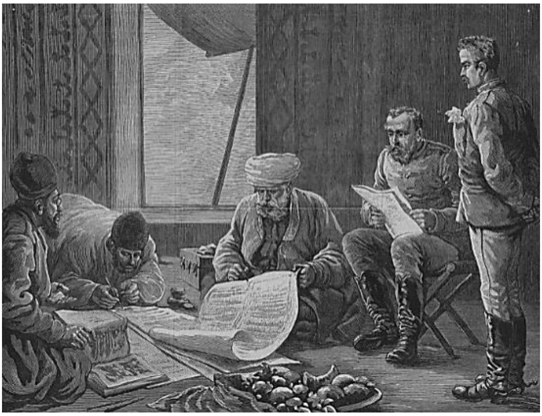

আহমাদ শাহ দুরানিকে আধুনিক আফগানিস্তান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। এই দুরানি ঘন ঘন ভারত আক্রমণ করে প্রচুর সম্পদ নিয়ে যেত আফগানিস্তানে। সেই সম্পদে আফগানিস্তানের ভিত্তি গড়ে ওঠে। এই দুরানি বংশের ৮ জন শাসক ১৭৪৭ থেকে ১৮২৩ পর্যন্ত আফগানিস্তান শাসন করে। এরপর উত্তরাধিকার নিয়ে দুরানি বংশের পরবর্তী পুরুষরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এর ফাঁকতালে ক্ষমতায় চলে আসে বারাকজাই বংশ। বারাকজাই বংশের শাসক দোস্ত মোহাম্মদ খান পাঞ্জাবের রাজা রঞ্জিত সিং-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রুশ সহযোগিতা পেতে রুশ প্রতিনিধিকে তার দরবারে আমন্ত্রণ জানান। এটা ব্রিটিশদের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩৮-এর জুলাই মাসে ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে কাবুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর পালটা নিতে ১৯৩৯-এর মার্চে ব্রিটিশ বাহিনী আফগানিস্তান প্রবেশ করে। ব্রিটিশ বাহিনীর অগ্রযাত্রার মুখে দোস্ত মোহাম্মদ পালিয়ে যান। ব্রিটিশ ভারতে নির্বাসনে থাকা সাবেক রাজা শাহ সুজা দুরানিকে রাজা করা হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে পালিয়ে যাওয়া সৈন্যরা কাবুল ফিরে আসে। শুরু হয় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ। এর মধ্যে ১৮৪২ সালের জানুয়ারিতেই ব্রিটিশরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশরা যাওয়ার পরপরই শাহ সুজা দুরানি ক্ষমতাচ্যুত হন, ক্ষমতায় আসেন দোস্ত মোহাম্মদের ছেলে আকবর খান। এরপর ক্ষমতায় বসেন দোস্ত মোহাম্মদ নিজে।

১৮৭৮-এর জুনে বার্লিন কনফারেন্সের পর রাশিয়া বলকান অঞ্চলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পায়। ফলে আফগানিস্তান থেকে তার খরদৃষ্টি সরে আসে।

আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে রুশ-ব্রিটিশ উত্তেজনা কমে আসে। ব্রিটিশরা আশ্বস্ত হয়। কিন্তু সে বছর রুশরা জোর করে কাবুলে এক প্রতিনিধি পাঠায়। ব্রিটিশরা দাবি করে কাবুলে তাদেরও প্রতিনিধি থাকতে হবে। দোস্ত মোহাম্মদের আরেক ছেলে শের আলী তখন আমির। তিনি নেভিল বোলস চেম্বারলেইনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ মিশন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এ নিয়েই আফগানিস্তানের সঙ্গে ব্রিটিশদের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। ১৮৭৮ সালের নভেম্বরে ৫০ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে। এ সময় হঠাৎ (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯) শের আলী মারা যান। ব্রিটিশ বাহিনী দেশের বেশিরভাগ অংশ দখল করে নেয়। শের আলীর পুত্র পরবর্তী আমির মোহাম্মদ ইয়াকুব খান বাকি অংশ নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ১৮৭৯ সালে গান্দামাক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুসারে বার্ষিক ভর্তুকি এবং বিদেশি আগ্রাসনের ক্ষেত্রে সহায়তার শর্তে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি ব্রিটিশরা নিয়ন্ত্রণ করবে। চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশরা আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নেয়। যার মধ্যে রয়েছে, কোয়েটা, সিবি, পিশিন, হারনাই, কুররাম এবং খাইবার। লক্ষ করুন, এসব অঞ্চল কিন্তু এখনও পাকিস্তানের দখলে।

যাই হোক, ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯-এ কাবুলে একটি বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার লুই কাভাগনারিকে তার রক্ষী এবং কর্মচারীদের সঙ্গে হত্যা করা হয়। এতে আবার ব্রিটিশ-আফগান সম্পর্কে উত্তেজনা দেখা দেয়। স্যার ফ্রেডেরিক রবার্টসের নেতৃত্বে আফগান বিদ্রোহী সৈন্যদের দমন করে ব্রিটিশ বাহিনী। বিদ্রোহে মদত দেয়ার সন্দেহে ইয়াকুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। প্রথমে তার ভাই আইয়ুব খানকে বসানোর কথা ভাবলেও সেই আইয়ুব হেরাত থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

পরের বছর শের আলী খানের ভাতিজা আবদুল রহমান খান মধ্য এশিয়া থেকে ফিরে এসে নিজেকে আমির ঘোষণা করেন। ব্রিটিশরা বেশিদিন আফগানিস্তানে থাকতে ইচ্ছুক ছিল না। তারা আবদুল রহমানের কাছ থেকে গান্দামাক চুক্তি মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর পিছু হটতে শুরু করে।

আমির আবদুল রহমানের শাসনামলে আফগানিস্তানের আরও কিছু অংশ ব্রিটিশ ও রুশরা দখল করে নেয়। এরপর ব্রিটিশরা আফগানিস্তানের বর্তমান সীমানা চিহ্নিত করে। ১৮৮৫ সালের এপ্রিলে, জারবাদী রাশিয়া অক্সাস নদীর উত্তরে অবস্থিত পাঞ্জদেহ দখল করে নেয়।

১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের ওপর ডুরান্ড লাইন চাপিয়ে দেয়, যা এখনও ভারত এবং আফগানিস্তান রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত রেখা হিসেবে ধরা হয়। আফগানিস্তান হয়ে ওঠে পৃথিবীর দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রুশ ও ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের মধ্যে বাফার স্টেট। আমির আবদুল রহমানকে আফগানিস্তানের সর্বত্র কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ২০টি ছোটবড় যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তিনি সতর্কতার সঙ্গে সারা দেশে অসংখ্য প্রশাসনিক ও প্রাযুক্তিক সংস্কার সাধন করেন। একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। আবদুল রহমান তার উত্তরাধিকার হিসেবে বড় ছেলে হাবিবুল্লাহ খানকে বেছে নেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে এই দীর্ঘ ক্যাচালকে ইতিহাসে 'দ্য গ্রেট গেম' বলা হয়।

ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ব্রিটিশদের হাতে দখল হওয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল দাবি করে বসে আফগানিস্তানের আমির। পরবর্তীতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে স্বাধীন পাঠানিস্তান গঠনের মদত দেয় আফগানিস্তান। কিন্তু তাতে তারা সফলকাম হয়নি।

গান্দামাক চুক্তি স্বাক্ষরের ছবিটি এঁকেছেন উইলিয়াম সিম্পসন।

আগুনজ্বলা উপকূল

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উপকূলীয় শহর চট্টগ্রামের অবদান আমরা জানি। কিন্তু আরেকটি উপকূলীয় শহর রেখেছিল গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। সেই শহরটির নাম মেদিনীপুর। ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল এ জেলাটি। এই মেদিনীপুরের সন্তান ক্ষুদিরাম বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বিপ্লবী শহিদ। ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৩ পরপর এই ৩ বছর তিনজন ইংরেজ জেলাশাসককে (পেডি, ডগলাস এবং বার্জ) হত্যা করে পুরো ভারতকে চমকে দিয়েছিল মেদিনীপুর। পরে ভয়ে তারা এ জেলায় আর ব্রিটিশ জেলাশাসক নিয়োগ দিত না। বিপ্লব দমনে ব্রিটিশরা প্রথম এখানে প্লেন থেকে বোমা নিক্ষেপ করে। ১৯৪২ সালে এখানে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস হয়। জলোচ্ছ্বাসে সরকার থেকে তেমন কোনো সাহায্যের উদ্যোগ নেয়া হয় না। পরবর্তীতে তেতাল্লিশের মন্বন্তর শুরু হলে এই জেলার লোকজন দলবেঁধে কলকাতায় যাত্রা করে। সেই দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশি মেদিনীপুরের মানুষ মারা যায়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার অন্যতম কৌসুলী ব্যারিস্টার বীরেন্দ্র শাসমল ছিলেন এ জেলার কৃতী সন্তান।

উপকূলের মানুষ বোধহয় স্বভাবগতভাবেই একটু সাহসী হয়।

গুয়ার্নিকা

১৮৮৭ সালে ত্রয়োদশ আলফন্সো স্পেনের সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হন। ১৯২৩ সালের পর থেকে তিনি পুতুল রাজায় পরিণত হন। তাকে সামনে রেখে সামরিক একনায়ক মিশেল প্রিমো দি রিডেরা দেশ চালাত। রুশ বিপ্লবের প্রেরণায় স্পেনের মেহনতি জনতাও আন্দোলনে নামে। ১৯৩০ সালে রিডেরার একনায়কতন্ত্রের, সঙ্গে রাজতন্ত্রেরও অবসান ঘটে। সম্রাট পালিয়ে যায়। নির্বাচনে বামপন্থিরা কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। স্পেনকে রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়। ধর্মগুরু পোপ একাদশ পায়াস এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সামরিক বাহিনীর দক্ষিণপন্থি সেনাপতিরা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে জনগণের সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের ডাক দেয়। ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে উগ্রবাদীদের তাদের দলে টানতে থাকে। শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। ইতিহাসে স্পেনের গৃহযুদ্ধ নামে পরিচিত।

১৯৩৮ সালের ২৬ এপ্রিল স্পেনীয় জাতীয়তাবাদীদের সমর্থনে জার্মান যুদ্ধ বিমান উত্তর স্পেনের বাস্ক প্রদেশের গুয়ার্নিকা শহরে বোমাবর্ষণ শুরু করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ১৬৫৪ জন অসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়। প্রতিবাদে পাবলো পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩) গুয়ার্নিকা ছবিটি আঁকেন। সারা বিশ্বের মানবতাবাদীরা তখন স্পেনের পাশে দাঁড়িয়েছিল। গুয়ার্নিকা হয়ে উঠেছিল বিপন্ন স্পেনের প্রতিকল্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জার্মান বাহিনীর হাতে প্যারিসের পতন হলে জার্মান গুপ্ত বাহিনী গেস্টাপোর এক কর্মকর্তা নাকি পিকাসোর স্টুডিওতে গিয়েছিল। গুয়ার্নিকা ছবি দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এটি কি আপনার কাজ?'

পাবলো পিকাসো কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় জবাব দিয়েছিলেন, 'না। এটি আমার কাজ নয়। এটি আপনাদের কাজ।'

১৯৩৭ সালে ধূসর, কালো এবং সাদা রঙে আঁকা পেইন্টিংটি, ১১´ ৫˝ উচ্চতা ও ২৫´ ৬˝ দৈর্ঘ্যের। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, প্যারিসের মুজে দা আর্টস ডেকোরেটিফস মিউজিয়ামে ১৯৫৫ সালের জুন মাসে ছবিটি খোলা হচ্ছে।

গান্ধীজির বড় ছেলে

মোহনদাস করমচাঁদ ওরফে মহাত্মা গান্ধীর চার পুত্র ছিল। হরিলাল, মণিলাল, রামদাস ও দেবদাস। বড় ছেলে হরিলালের জন্ম ১৮৮৮-তে। তার ইচ্ছে ছিল বাপের মতো লন্ডন গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরবার। কিন্তু ততদিন মহাত্মা গান্ধী ভারতের অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। লড়ছেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। তাঁর ছেলে কিনা যাবে ব্রিটেনে শিক্ষা নিতে। তিনি বাধ সেধে বসলেন। যাওয়া হলো না হরিলালের। সেই থেকে বাপের ওপর ছেলের প্রচণ্ড অভিমান।

১৯৩৬-এর ২৬ মে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সে সময় হরিলাল এক প্রকাশ্য জনসভায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। নাম রাখেন আবদুল্লাহ গান্ধী। অবশ্য পরে মায়ের অনুরোধে আর্য সমাজের মাধ্যমে পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। হরিলাল, গুলাব গান্ধীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের দুই মেয়ে ও তিন ছেলে ছিল। দুই মেয়ের নাম ছিল রানি ও মানু। ছোট মেয়ে মানু ছিল তার দাদার সার্বক্ষণিক সফরসঙ্গী। হরিলাল এতটাই নারীলিপ্সু ছিল যে, নিজের মেয়েকেও রেহাই দেয়নি। রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালেও নিয়ে যেতে হয়েছিল নাবালিকা মানুকে। বয়স বাড়ার পর বাবার যৌননির্যাতন থেকে বাঁচতে মানু পালিয়ে এসেছিল ঠাকুরদার সবরমতী আশ্রমে।

মানুর কাছে ছেলের কীর্তি শুনে মহাত্মা গান্ধী হরিলালের উদ্দেশে লিখেছিলেন, 'দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেয়েও তোমার আচরণ আমার কাছে অনেক বেশি জটিল লাগছে। তোমার ব্যাপারে অনেক ভয়ংকর কথা মানু আমাকে বলেছে। ও বলেছে, ওর আট বছর বয়সের আগেই তুমি ওকে ধর্ষণ করেছ। ও এতটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে চিকিৎসা করাতে হয়েছিল।'

এরকম তিনটি চিঠি ২০১৪ সালে লন্ডনে নিলামে ওঠে। চিঠিগুলো লেখা হয়েছিল ১৯৩৫ সালের জুন মাসে। এরপর হরিলাল ক্ষুব্ধ হয়ে পিতার ওপর প্রতিশোধ নিতে ধর্মান্তরিত হয়। হরিলালের তিন ছেলের নাম কান্তি, রশিক ও শান্তি। রশিক ও শান্তি খুব কম বয়সেই মারা যায়। হরিলালের চারজন নাতি-নাতনি ছিল (অনুশ্রা, প্রবোধ, নিলাম এবং নভমলিকা)। রানির ছিল দুই সন্তান। শান্তি ও মানুর প্রত্যেকের একটি করে সন্তান ছিল। রানির (হরিলালের বড় মেয়ে) পুত্র নিলম পরিখ তার দাদার (হরিলাল গান্ধী) একটি জীবনী লিখেছিলেন। যেটার

শিরোনাম ছিল 'গান্ধীজির হারিয়ে যাওয়া রত্ন : হরিলাল গান্ধী'। মণিলাল গান্ধীর ছেলে তুষার গান্ধী অবশ্য দাবি করেছেন হরিলাল তার মেয়েকে নয় শ্যালিকাকে ধর্ষণ করেছিলেন। হরিলাল তার বাবার শ্রাদ্ধে এত করুণ অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিলেন যে খুব কমজনই তাকে চিনতে পেরেছিল। ১৯৪৮ সালের ৮ জুন, যকৃতের অসুখে মুম্বাইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গুটিবসন্ত

ছবিতে ১৩ বছরের দুই ছেলেকে দেখা যাচ্ছে, যারা স্কুলে একই দিনে গুটিবসন্তের জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছিল। ডানদিকের জন জন্মের সময় গুটিবসন্তের ভ্যাকসিন পেয়েছিল। অন্যজন পায়নি। টিকা না থাকায় বসন্তের জীবাণু কী ভয়াবহ রূপ নিয়েছে ছবিটি দেখলে বোঝা যায়। এ ছবিটি ডা. অ্যালান ওয়ার্নার ১৯০০-এর দশকের গোড়ার দিকে যুক্তরাজ্যের লিসেস্টারের আইসোলেশন হাসপাতালে তুলেছিলেন। ১৭৯৬ সালে ব্রিটিশ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার প্রথম গুটিবসন্তের টিকা তৈরি করেন। ১৯৮০ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পৃথিবীকে গুটি বসন্তমুক্ত ঘোষণা করে। ভ্যারিওলা মেজর কিংবা ভ্যারিওলা মাইনর নামের ভাইরাসের যেকোন একটির সংক্রমনে এই রোগ হয়।

সবচেয়ে দীর্ঘকাল রাজত্ব করা রাজা

সোভুজা দ্বিতীয়, সোয়াজিল্যান্ডের প্রাক্তন রাজা। ৮২ বছর ২৫৪ দিন রাজত্ব করে ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘতম রাজত্বকারী রাজা হিসেবে পরিচিতি পান। রাজা পঞ্চম নেগয়ানের পুত্র, সোভুজা তাঁর পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ৪ মাস বয়সে (১৮৯৯) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। বয়সের কারণে তাঁর দাদি এবং চাচা ১৯২১ সাল পর্যন্ত সোয়াজি জাতিকে নেতৃত্ব দেন। এরপর থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সোভুজা রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র তৃতীয় এমস্বাতি স্থলাভিষিক্ত হন।

২২ বছর পর দেখা

১২ মে ১৯৮৪। কারাবন্দি নেলসন ম্যান্ডেলা তাঁর স্ত্রী উইনি মাদিকিজেলা ম্যান্ডেলার সঙ্গে ২২ বছর পর দেখা করার অনুমতি পান। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর স্ত্রীকে কাছে পাওয়ার আনন্দ।

উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অন্তর্ঘাতসহ নানা অপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। নেলসন জেলে যাওয়ার দিনে উইনি শান্ত গলায় বলেছিলেন, 'তবু ভালো! মৃত্যুদণ্ড দেয়নি!'

১৯৮৯ সালে ম্যান্ডেলা মুক্তি পান। ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তিনি প্রেসিডেন্ট হন। যে উইনি বছরের পর বছর নেলসনের অপেক্ষায় ছিলেন, বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন, সেই ইউনি ক্ষমতা পেয়ে হয়ে উঠেছিলেন স্বেচ্ছাচারী। ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় ১৯৯৪ সালের মে মাস থেকে তাঁরা পৃথক বসবাস করতে থাকেন। ১৯ মার্চ ১৯৯৬ তাঁদের মধ্যেকার চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন।

বিকিনি

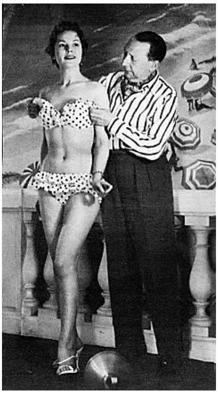

ছবিতে বিকিনির আবিষ্কারক লুই রেয়ার্ডকে একজন বিকিনি পরা মডেলের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। এ বিকিনি শব্দটি কোথা থেকে এসেছে জানেন? মাইক্রোনেশিয়ার ছোট্ট দেশ মার্শাল আইল্যান্ড অনেকগুলো দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। সেখানে ২৩টি ছোট ছোট প্রবালদ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত বিকিনি এটল (বাংলা অর্থ হয় নারকেলের বাগান) নামের একটি প্রবালপ্রাচীর আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা এখানে চালানো হতো। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত এখানে ২৩টি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।